দৈনিক সংবাদ

৭৫

তারিখ 18 SEP 1990
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৭

দু'টি হলে তল্লাশ ।। অস্ত্র উদ্ধার

ক্যাম্পাসে বোমাবাজি ও গুলী বিনিময়

(বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা)

জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের দু'টি গ্রুপের মধ্যে সংঘর্ষের জের হিসেবে, গত রোববার রাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে কমপক্ষে ১০০ রাউণ্ড গুলী বিনিময় ও ব্যাপক বোমাবাজি, হয়। পুলিশ দু'টি হলে তল্লাশি চালিয়ে ৭৬ রাউণ্ড গুলীসহ বেশ কিছু অস্ত্রশস্ত্র উদ্ধার করে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিস্থিতি নিয়ে গতকাল সোমবার অনুষ্ঠিত সিণ্ডিকেট এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর ও হল প্রভোস্টদের পৃথক দু'টি জরুরী সভায় পরিস্থিতির যেকোন ধরনের অবনতি রোধ করার জন্যে আইন-শৃংখলারক্ষাকারী কর্তৃপক্ষকে আহবান জানানো হয়।

গত রোববার রাত প্রায় সাড়ে ১০টা থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের মুহসীন, জসীমউদ্দীন, জিয়াউর রহমান ও সূর্যসেন হল থেকে এই গুলীবর্ষণ ও বোমাবাজি শুরু হয় এবং তা থেমে থেমে ভোর ৬টা পর্যন্ত চলে। গুলী-বর্ষণে মুহসীন হলের নূরে আলম নামে একজন ছাত্র আহত হয় বলে জানা গেছে। তবে এ সম্পর্কে আর কোন খবর পাওয়া যায়নি।

গভীর রাতে পুলিশ বিশ্ববিদ্যালয়ের মুহসীন এবং জসীমউদ্দীন হলে তল্লাশি চালায় এবং বেশ কিছু অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ

(শেষ পৃঃ ৪-এর কঃ দ্রঃ)

ক্যাম্পাসে বোমাবাজি

(১ম পাতার পর)

উদ্ধার করে। এসব অস্ত্রের মধ্যে রয়েছে ৭৬ রাউণ্ড বিভিন্ন ধরনের গুলী, ১টি বেটাগানের ম্যাগজীন, ৭টি চাকু ও ১টি বন্দুকের বাট।

পুলিশ তল্লাশি শেষ করে হল দুটো ত্যাগ করার পরপর দু'টি হল থেকেই আবারও গুলীবর্ষণ শুরু হয়।

তদন্ত কমিটি গঠিত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনার জন্য সিণ্ডিকেটের এক জরুরী সভা গতকাল বিকেলে উপাচার্য মনিরুজ্জামান মিঞার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় ঘটনার তদন্তের জন্য ৫ সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়।

সভায় বলা হয় যে, অস্ত্র এবং বোমাবাজিজাতীয় অবস্থা মোকাবেলা করা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে সম্ভব নয়। এই দায়-দায়িত্ব আইন-শৃংখলারক্ষাকারী কর্তৃপক্ষকে নিতে হবে।

সভায় গত রোববারের ঘটনার সাথে জড়িত দুস্কৃতকারীদের অবিলম্বে গ্রেফতারসহ অবস্থার যাতে আরো অবনতি না ঘটে তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাগ্রহণের আহবান জানানো হয়। ইতিপূর্বে অনুষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর এবং বিভিন্ন হলে প্রভোস্টদের এক সভায়ও অনুরূপ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।

ডাকসুর সহ-সভাপতি আমান উল্লাহ আমান এবং সাধারণ সম্পাদক খায়রুল কবির খোকন গতকাল এক বিবৃতিতে গত রোববার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদুল্লাহ হলের ভিপিসহ ৩ জন ছাত্রনেতার আহত হওয়ায় ঘটনার উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন।

এছাড়া বাংলাদেশ ছাত্রলীগের সভাপতি হাবিবুর রহমান হাবিব, সাধারণ সম্পাদক অসীম কুমার উকিল, ৯টি ছাত্র সংগঠনের নেতৃবৃন্দ, বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি মোস্তাফিজুর রহমান বাবুল, সাধারণ সম্পাদক নাসির-উদ-দূজা ও ছাত্র ঐক্য সমিতির আহবায়ক আমিনুল ইসলাম পৃথক পৃথক বিবৃতিতে উক্ত ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করে অবিলম্বে সকল ধরনের সন্ত্রাস বন্ধ, সন্ত্রাসী কার্যকলাপের যথাযথ বিচার এবং ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা জীবনের নিরাপত্তা বিধানে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে দাবী জানান।

জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল নেতা ইলিয়াস আলী এক বিবৃতিতে গত রোববারের ঘটনার সাথে তাকে জড়িত করে অপপ্রচার চালানোর নিন্দা জানিয়েছেন।